CYMK

প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ গ্রামবাসীদের লড়াই

সন্তানকে বাঁচিয়ে মৃত্যু মা হনুমানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আহত এক হনুমানের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন গ্রামবাসীরা। তবে তাঁদের এই চেষ্টা এলাকার মানুষের কাছে প্রশংসা কুড়িয়েছে। ঘটনাটি হুগলির গোঘাটের রতনপুর গ্রামের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে একদল হনুমান রতনপুর গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই ওই হনুমানগুলি ভাদুর ফরেস্ট এলাকা থেকে ওই এলাকায় খাবারের সন্ধানে যায়। কিন্তু এদিন একটি বাচ্ছা হনুমান হঠাৎই গর্তে পড়ে যায়। সেই সময় কয়েকটি কুকুর তাকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে যায়। তখন অন্যান্য হনুমানগুলি চলে গেলেও মা হনুমানটি ওই কুকুরের সামনে রুখে দাঁড়ায়। তখন কুকুরগুলি বাচ্ছা হনুমানটিকে ছেড়ে মা হনুমানটিকে আক্রমণ করে। কুকুরের দল একের পর এক কামড়ে মা হনুমানকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। চোখের সামনে মায়ের রক্তাক্ত লড়াই দেখলেও কিছুই করার ছিল না বাচ্ছাটির। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করার পর ধীরে ধীরে হনুমানটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন এলাকার মানুষের বিষয়টি চোখে পড়ে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। লাঠি নিয়ে কুকুরগুলিকে সরিয়ে দেন। কিন্তু ততক্ষণে রক্তক্ষরণে মা হনুমানটি গুরুতর জখম হয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা তখন বাচ্ছা হনুমানটিকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবাযত্নের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় বাসিন্দা সত্যনারায়ণ দাস ও উত্তম পাল একটি ইঞ্জিন ট্রলিভ্যানে করে ওই মা হনুমানের প্রাণ বাঁচানোর জন্য গোঘাট ১নং ব্লক প্রাণী সম্পদ দপ্তরে ছুটে যান। কিন্তু তখনও অফিস খুলতে অনেক দেরি। তাই তাঁরা কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের একটাই লক্ষ্য ছিল যেভাবেই হোক হনুমানটির প্রাণ বাঁচানো। তাই তাঁরা হনুমানটিকে নিয়ে সোজা হাজির হন গোঘাট থানায়। গোঘাট থানার পুলিশ তাঁদের পরামর্শ দেন ওকে তাড়াতাড়ি আরামবাগ পশুহাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার। সত্যনারায়ণ ও উত্তম তখন আরামবাগের দিকে দ্রুত রওনা হন। খুব অল্প সময়েই পৌঁছে যান আরামবাগ পশু হাসপাতালে। সেখানে তার চিকিৎসাও শুরু হয়। কিন্তু ৪০ মিনিট পরে চিকিৎসা চলাকালীন শেষ পর্যন্ত মারা যায় হনুমানটি। এই ঘটনায় মুষড়ে পড়েন সত্যনারায়ণ ও উত্তম। তাঁদের বক্তব্য, আমরা চেয়েছিলাম বাচ্ছার জন্য অন্তত মাকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু তা না পারায় খুবই খারাপ লাগছে।

আরামবাগ পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জখম হনুমানকে। ছবি- অভিজিৎ মুখার্জী

ডানকুনির ত্রিমূর্তিতে লে অফ নোটিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ বৃহস্পতিবার ডানকুনির মোল্লার বেড় এলাকায় ত্রিমূর্তি ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেডে লে অফ নোটিশ ঝুলিয়ে দিলেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। এদিন সকালে কর্মীরা কাজে যোগ দিতে এসে লে অফ নোটিশ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কারখানার সামনেই কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তবে এদিন কারখানা কর্তৃপক্ষের কারও দেখা পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে চরম বিপাকে পড়েছেন কারখানার ৬০জন কর্মী। কারখানায় সাধারণ রবারের বর্ষাতি, রবার শিট ও পিলো তৈরি হয়। কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রীর অধিকাংশই প্রতিরক্ষা দপ্তরে সরবরাহ করা হয়। কর্মীদের অভিযোগ, অর্ডার না থাকার কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ লে অফ নোটিশ দেওয়ার পাশাপাশি সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে হাজিরা খাতায় সই করতে বলা হয়েছে। হুগলি জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক অন্বয় চট্টোপাধ্যায় জানান, তাঁরা এই বেআইনি লে অফ নোটিশ মানছেন না। তাঁদের দাবি, কর্মীদের পুরো বেতন দিতে হবে। অন্যদিকে শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁদের সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে হাজিরা খাতায় সই করতে বলা হয়েছে। এর ফলে রুজির জন্য তাঁরা অন্যত্র কাজে যোগ দিতে পারছেন না। তাই শ্রমিকদের একাংশের দাবি, লে অফ নয়, কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের বকেয়া মিটিয়ে দিক। পাশাপাশি চলতি বছরে জুন মাসে ৩ বছর বাদে শ্রমিকদের দাবি দাওয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চুক্তি হওয়ার কথা। শ্রমিকরা মনে করছেন কর্তৃপক্ষ তাঁদের নানা দাবি থেকে বঞ্চিত করার জন্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লে অফ নোটিশ জারি করেছে।

এবার আসছে ব্যাটারিচালিত হাইব্রিড গাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ গাড়ি চলবে ব্যাটারিতে, আবার সেই ব্যাটারি অটোমেটিক চার্জ হয়ে যাচ্ছে। আর তাতেই গাড়ি ছুটে চলেছে মাইলের পর মাইল। সম্প্রতি গ্রামগঞ্জের রাস্তায় ছেয়ে যাওয়া টোটোর থেকে বেশ অনেকটাই আলাদা। টোটোর ক্ষেত্রে ব্যাটারির চার্জ ফুরালে আর চলে না। পুনরায় ব্যাটারি চার্জ দিতে হয়। এক্ষেত্রে গাড়ির ব্যাটারিতে আলাদা করে চার্জ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কলেজের ওয়ার্কশপে এমনই গাড়ি তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মগরা এলিট পলিটেকনিক কলেজের ছাত্ররা। তাঁদের এই নতুন এই আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ মিলেছে খড়্গপুর আই আই টির শংসাপত্র। ছাত্রদের তরফে যে গাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে 'হাইব্রিড' কার। কলেজের তৃতীয় বর্ষের ১৫জন ছাত্র তাঁদের ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট হিসাবে তৈরি করে ফেলেছেন এই হাইব্রিড কার। ঠিক ই'রিক্সা না, কিন্তু অনেকটাই যেন ই'রিক্সা। তবে এই গাড়ি ব্যাটারীর পাশাপাশি পেট্রোলেও চলবে। এই গাড়িতে রয়েছে পাঁচটা গিয়ার। গাড়ি পেট্রোলে চালানোর সময় প্রয়োজন হয় গিয়ারের। দ্রুতগতিতে শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও ছুটবে এই গাড়ি। কলেজের শিক্ষকদের সাহায্যে এই হাইব্রিড অটোমেটিক কার তৈরি করেছেন ছাত্ররা। গাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। গাড়ির উপরেই তৈরি করা হয়েছে সোলার প্যানেল বসানোর জায়গা। একই সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে আরও একটি সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব গাড়ি। দ্বিতীয় গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে পরিবেশ বান্ধব বলা হচ্ছে কারণ এই গাড়িতে একই সঙ্গে রয়েছে সোলার, ব্যাটারি এবং প্যাডেলের ব্যবস্থা। এই গাড়ির সামনের দুটি চাকা গাড়ির এবং পিছনের দুটি রিক্সার। এই বিষয়ে ছাত্রদের বক্তব্য, প্রয়োজনে যখন গাড়িতে প্যাডেল করা হবে তখন গাড়ির গতি ঠিক থাকবে। পিছনের চাকা বড় হওয়ায় ক্ষমতাও কম লাগবে। গাড়ির পিছনের সিটে দুজন এবং সামনে একজন বসার জায়গা রয়েছে। সিটের তলায় ডিগিতে রয়েছে মাল রাখার জায়গায়। হ্যান্ডেলে না, স্টিয়ারিং-এ চলবে গাড়ি। ইতিমধ্যেই জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতে নিয়েছে এই হাইব্রিড কার। অন্যদিকে খড়্গপুর আই আই টি থেকেও মিলেছে প্রশংসাপত্র। বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি হলে এক লক্ষ টাকার মধ্যে দাম হবে এই হাইব্রিড গাড়ির, বলছেন কলেজের অটো মোবাইল বিভাগের অধ্যাপক সুব্রতবাবু। টানা তিনমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে হাইব্রিড গাড়ি তৈরি করা কলেজের অটো মোবাইল ছাত্রদের বড় সাফল্য বলছেন কলেজের কর্ণধার দীপক দাস। তিনি বলেন, প্রদর্শনীতে সাফল্যের সঙ্গে হাইব্রিড গাড়ি বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আসুক চাইছেন ছাত্ররা। তাই তাঁদের তৈরি এই গাড়ি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার কথা ভাবছেন তাঁরা।

খানাকুলে ১০০ দিনের কাজে ফসল নষ্টের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ এক ভাগচাষীর জমির ফসল নষ্ট করে পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কাজে পুকুর খনন করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে হুগলির খানাকুল ২নং ব্লক অফিসে একটি অভিযোগ পত্র জমা পড়েছে। জানা গেছে, ওই অভিযোগকারীর নাম সুকুমার বাগ। তাঁর অভিযোগ, খানাকুল ২নং ব্লকের নতিবপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গণেশপুর গ্রামে একটি জমিতে তিনি ভাগচাষ করেন। তার পাশেই রয়েছে একটি পুকুর। ওই পুকুরটি ১৬ এপ্রিল থেকে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সেই কাজ চলছে। অভিযোগ, পুকুর সংস্কারের জন্য যে মাটি তোলা হচ্ছে সেগুলি তাঁর জমির উপর ফেলা হচ্ছে। এরফলে তাঁর ১৫কাঠা বাদাম ও ৫ কাঠা ধান নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধরের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরেই তিনি বৃহস্পতিবার খানাকুল ২নং বিডিও সুজিতকুমার রায়ের কাছে একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সুজিৎবাবু বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। আমি ওই পঞ্চায়েতের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলব। যদি অভিযোগ সত্য হয় তাহলে কাজ বন্ধ করে দেব।

বিহার থেকে উদ্ধার খানাকুলের নাবালিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ এক নাবালিকাকে প্রেমের অভিনয় করে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিহারের একটি অর্কেস্ট্রায় অনুষ্ঠান করতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠল খানাকুলের শ্রীরামপুর এলাকায়। যদিও ঘটনার জেরে ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে খানাকুল পুলিশ গত মঙ্গলবার সকালে বিহারের কল্যাণপুর থানা এলাকার ওই অর্কেস্ট্রা থেকে ১৭ বছরের ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বুধবার রাতে খানাকুলে নিয়ে আসে। এদিকে এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই নুর আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। তার বাড়ি হুগলির শেওড়াফুলি এলাকায়। ওই নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন আগে ওই নাবালিকাকে ফোনে প্রেমের জালে ফাঁসায় অভিযুক্ত ওই যুবক। এই ঘটনা ওই নাবালিকা বাড়িতে জানালে অভিযুক্ত সেই সময় ওই নাবালিকার পরিবারকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। এরপর সরল বিশ্বাসে সমস্ত সম্পর্ক মেনে নেন ওই নাবালিকার বাড়ির লোকজন। এইভাবে কিছুদিন চলার পর ১ জানুয়ারি ওই নাবালিকাকে বিয়ে করবে বলে বাড়ি থেকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপর তাকে নিয়ে গিয়ে বিহারের কল্যাণপুর থানা এলাকার গরিবচক নামে এক গ্রামে স্থানীয় এক অর্কেস্ট্রা মালিকের কাছে রেখে আসে। নূর আলম ফিরে আসে শেওড়াফুলির বাড়িতে। এদিকে মেয়ের কোনও খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন তার বাড়ির লোকজন। অবশেষে ১৪ এপ্রিল সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই নাবালিকার মা। এরপর ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ পরদিনই অভিযুক্ত নূর আলমকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। জেরার মুখে সমস্ত ঘটনার কথা স্বীকার করে সে। জানা গেছে, অর্কেস্ট্রায় অনুষ্ঠান করার জন্য ওই নাবালিকা যে টাকা পেত তার একটা মোটা অংশ নূর আলম বাড়িতে বসেই পেত বলে পুলিশি জেরার মুখে সে স্বীকার করেছে। এরপর সোমবার খানাকুল পুলিশের কয়েকজন অফিসার বিহারে রওনা দেন। মঙ্গলবার সকালে বিহার পুলিশের সহায়তায় ওই অর্কেস্ট্রা থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। বুধবার সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে আসা হয় খানাকুল থানায়।

ধৃত আবগারি অফিসারের বাড়িতে তল্লাশি, উদ্ধার ৯৩ লক্ষ টাকা ও জুয়েলারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ ঘুষ নিতে গিয়ে হাতনাতে ধরা পড়লেন আবগারি দপ্তরের ডেপুটি কালেকটর অশোক কুমার দে। দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা ৬ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরেন তাঁকে। দুর্নীতি দমন শাখার একটি দল হানা দিয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের ডেপুটি এক্সাইজ অফিসে। সেখানেই চন্দ্রকোনা রোড ও ঘাটাল সার্কেলের ডেপুটি এক্সাইজ কালেকটর অশোক কুমার দে-কে ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরেন ফেলেন তাঁরা। এরপর অফিসে বসিয়ে রেখে চলে জেরা। সেই সঙ্গে চলে তল্লাশি। এমনকি রাতে ধৃতের হুগলির শ্রীরামপুরের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। শ্রীরামপুরের বাড়ি থেকে ৯৩ লক্ষ টাকা নগদ ও জুয়েলারি আটক করেছেন দুর্নীতি দমন শাখার অফিসারার। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির সন্ধান পায় দুর্নীতি দমন শাখা। শ্রীরামপুর চন্দ্রমোহন রায় লেনের বাড়িতে রেড করে দুর্নীতি দমন শাখা। এই শাখার এ ডি জি রামফল পাওয়ার বলেন, ঘুষ নেওযার খবর ছিল তাই আজ রেড করা হয়। দাসপুরের অফিসে এক মদ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গেলে অশোক দে-কে ধরা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। শ্রীরামপুরের বাড়ি থেকে নগদ ৯৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

শ্রীরামপুর থানার সহযোগিতায় অনেক রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়। জানা গেছে, মদ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মাসোহারা নিতেন এই ডেপুটি কালেকটর। অশোককুমার দে গত ২০ বছর শ্রীরামপুরে বসবাস করেন। তাঁর আবাসন থেকে এত টাকা উদ্ধার হওয়ায় এবং ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ার খবরে অবাক প্রতিবেশিরা।

কামারপুকুরে চলছে তেলেগু ছবির শ্যুটিং

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট

হুগলির গোঘাটের কামারপুকুরে শুরু হল তেলেগু ছবির শ্যুটিং। ছবির নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস'। পরিচালক ডি চন্দ্রশেখর রাও। চন্দ্রশেখরবাবু জানান, এই ছবিটি তৈরি হচ্ছে টিভি সিরিয়ালের জন্য। সারা বিশ্বের প্রায় ২৫০টি দেশে দেখানো হবে। ছবিটি তেলেগুতে তৈরি হলেও বাংলায় ডাবিং করা হবে। এই ছবিটি হায়দ্রাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে। এর জন্য প্রায় দেড় মাস আগে থেকেই পরিচালক কামারপুকুরে রয়েছেন। শ্যুটিং-এর জন্য জায়গা দেখা থেকে শুরু করে সেড তৈরি সবই তিনি নিজেই করেছেন। তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই এসেছেন সহকারী পরিচালক রামবাবু এবং ক্যামেরাম্যান বি নারায়ণ রাও। এই ছবির গল্প হায়দ্রাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠেরই তৈরি। চন্দ্রশেখরবাবু জানান, ২০ এপ্রিল থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের শ্যুটিং হবে। তারপর আবার মে মাসে শ্যুটিং করা হবে। এরজন্য বুধবারই হায়দ্রাবাদ থেকে প্রায় ৫০জন তেলেগু কলাকুশলী এসে পৌঁছেছেন। কামারপুকুরেরও কিছু ছেলেমেয়েকে এই ছবিতে অভিনয়ে কাজে লাগানো হচ্ছে। আপাতত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের আগের বৃত্তান্ত দিয়ে এই শ্যুটিং শুরু হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাবা ক্ষুদিরামের ভূমিকায় অভিনয় করছেন শুভ্রারায়া শর্মা। দাদা রামকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করছে স্থানীয় শিশু শিল্পী অনুপম বৈরাগী। ক্যাতায়ানীর ভূমিকায় থাকছে কামারপুকুরের আর এক শিল্পী উজ্জ্বয়নী সাউ। মা চন্দ্রমণির ভূমিকায় রয়েছেন ধনলক্ষী শোভা। ধনী কামারিনীর ভূমিকায় অরুণা। সুখলাল গোস্বামীর ভূমিকায় রয়েছেন হেমা সুন্দর। বৃহস্পতিবার থেকে কামারপুকুরে এই ছবির শ্যুটিং শুরু হয়েছে। এরজন্য হায়দ্রাবাদ থেকে আনা হয়েছে অত্যাধুনিক ড্রোন ক্যামেরাসহ অন্যান্য সরঞ্জাম। শ্যুটিং স্পট হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ থেকে ১ কিমি দূরের একটি ফাঁকা জায়গা। সেখানেই গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভিটে। তৈরি হয়েছে খড়ের চাল ও মাটির দেওয়াল দিয়ে ঢেঁকিশাল। উল্লেখ্য, এই ঢেঁকিশালেই শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থাৎ ছোট্ট গদাইয়ের জন্ম হয়েছিল। এছাড়াও তৈরি করা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের শয়নকক্ষ, দাদা রামকুমারের ঘর, বৈঠকখানা, রঘুবীরের মন্দির ইত্যাদি। এই কৃত্রিম শ্যুটিং স্পট দেখে তাড়াতাড়ি বোঝার উপায় নেই এটি আসল না নকল। এত সুন্দরভাবে নিপুন দক্ষতায় সবকিছু তৈরি করা হয়েছে। পরিচালক চন্দ্রশেখর রাও আরও জানালেন, শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম কাহিনীই নয়, তৎকালীন সময়ে কামারপুকুরের আর্থ সামাজিক পরিবেশকেও এই ছবিতে তুলে ধরা হবে। ভূতির শ্মশান, গড়মান্দারণ, আমবাগান ইত্যাদি জায়গাতেও শ্যুটিং করা হবে। বাইরের মানুষ যাতে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশাপাশি কামারপুকুরের চিত্রকেও মনের মধ্যে ধরতে পারেন তাই এই প্রচেষ্টা। এখানকার আদিবাসী সমাজকেও এই ছবিতে দেখা যাবে। এদিনের শ্যুটিং-এ ধরা পড়ে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাবা ক্ষুদিরাম তাঁর আদি বাসস্থান দেরেগ্রামে থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য, একজন ব্যক্তি ধার্মিক ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণিদেবীকে কঠোর শেলাঘাত করেন। সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে চিরসাধের জন্মভূমি ছেড়ে ক্ষুদিরাম কামারপুকুর গ্রামে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনকার দেরেগ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় এক নিরীহ প্রজার কিছু জমি আত্মসাৎ করার জন্য জাহানাবাদ অর্থাৎ আরামবাগ আদালতে মিথ্যা মামলা এনেছিলেন। সেই সময় ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। কোম্পানি তখন দেশে ভালোভাবে শান্তি স্থাপন করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে 'জোর যার মুলুক তার' নীতি চলছিল। আর তারই শিকার হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। তাঁকে মিথ্যা মামলার সাক্ষী দিতে বলেছিলেন রামানন্দ রায়। কিন্তু ক্ষুদিরাম তা না করে কামারপুকুরে চলে যেতে বাধ্য হন। কামারপুকুরের জমিদার লোকমুখে এই সৎ ব্রাহ্মণের দুর্দশার কথা জানতে পারেন। তখন তিনি তাঁর বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর সাহায্যে ক্ষুদিরামকে কামারপুকুরে বসবাসের অনুরোধ করেন। সুখলাল গোস্বামী নিজের কাছারি বাড়ির উত্তরাংশে তাঁকে বসবাসের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও জমিদার ধর্মদাস লাহা নিজ খরচে ক্ষুদিরামের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। প্রথম পর্যায়ের শ্যুটিং-ও সেই চিত্রও উঠে আসবে। উল্লেখ্য, এই ছবি তৈরিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কামারপুকুরের শিবু দে এবং তাঁর বোন চম্পা দে। শিবুবাবু কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের কর্মী। আর চম্পা ইংরেজির ছাত্রী। তিনি তেলেগু এবং বাংলার মধ্যে দোভাষীর কাজ থেকে শুরু করে সব ব্যাপারেই পরিচালককে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভিটের সেট তৈরি করে চলছে শ্যুটিং। ছবি- নিজস্ব

বিষপান করে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আবার এক ছাত্রী বিষপান করে আত্মঘাতী হল। এবার ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পুরশুড়া থানার সাঁওতা গ্রামে। ওই ছাত্রীর নাম সোমা বাগ (১৭)। সে স্থানীয় বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। জানা গেছে, বুধবার বাড়িতেই সে বিষপান করে। এরপর পরিবারের লোকেরা জানতে পেরে তাকে সঙ্গে সঙ্গে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু রাতে তার মৃত্যু হয়। প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরেই সে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। উল্লেখ্য, একদিন আগেই আরামবাগের পূর্বকৃষ্ণপুর গ্রামের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছিল।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান

CYMK